দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ছয়টি বিষয় চালুর সিদ্ধান্ত অনুমোদন পায়নি

।। আব্দুস সালাম খান/আকমল হোসেন ।।

শান্তিডাঙ্গা- দুলালপুর (কুষ্টিয়া)।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ তম সিন্ডি-কেট সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আরও ৬টি বিষয় খোলার সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অপরদিকে বিজ্ঞান অনুষদ খোলার ব্যাপারে গঠিত 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' কমিটিতে 'আদর্শগত' বিরোধের কারণে রিপোর্ট দাখিলে দেরি হয়ে গেছে।

৭-৯-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সিন্ডিকেট সভায় অংক, পরি-সংখ্যান, তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইসলামিক স্টাডিজ খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যথারীতি একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশসহ সিদ্ধান্তটি সিন্ডি-কেট সভায় অনুমোদন হয়। সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মঞ্জুরি কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। কয়েকবার তাগিদ দেয়ার পর মঞ্জুরি কমিশন থেকে এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন থেকে আরও জানানো হয়েছে, বিষয়টি 'জটিল' বিধায় আলোচনা প্রয়োজন। কারণ চলতি বিভাগ-গুলোর জন্যই বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়, সেক্ষেত্রে নতুন বিষয় চালুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, নতুন বিষয় খোলার প্রসঙ্গ নিয়ে উপাচার্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেননি, এ কারণেই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

'৯৩-৯৪ থেকে বিজ্ঞান অনুষদ খোলা যাবে কিনা সে ব্যাপারে 'ফিজিবিলিটি রিপোর্ট' এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ডীন ডঃ আহমদ আনিসুর রহ-মানকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৭ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির তিন মাসের মধ্যেই 'ফিজিবিলিটি রিপোর্ট' দাখিলের কথা ছিল। কিন্তু আহ্বায়ক বিদেশে থাকায় রিপোর্ট তৈরি হয়নি। কমিটির মাত্র দু'টো বৈঠক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এতদসংক্রান্ত একটা 'অর্ডিন্যান্স' তৈরির দায়িত্ব পড়েছে কমিটির অন্যতম সদস্য উপ- রেজিস্ট্রার (একা-ডেমিক)-এর ওপর। এছাড়া 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' কমিটির মধ্যে আদর্শগত বিরোধও জন্ম নিয়েছিল। এতেও দেরি হয়ে গেছে। আহ্বায়ক বিজ্ঞান অনুষদকে 'ইসলামী-করণ'-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। অপরদিকে আরেক পক্ষ এটার বিরোধিতা করে বলেন, বিজ্ঞান সব সময়ই বিজ্ঞান এতে ইসলামীকরণ করার বিষয়টি অযৌক্তিক। কমিটির আদর্শগত বিরোধ এড়াতে আহ্বায়ক পরিবর্তন করা হতে পারে বলেও একটি সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) জানিয়েছেন, বিজ্ঞান অনুষদে তিনটি বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত হচ্ছে। এতে কৃষি, মেডিক্যাল সায়েন্স ছাড়াও পপুলেশন সায়েন্স অন্তর্ভুক্তর উদ্যোগ রয়েছে। পরবর্তীতে আলাদা কৃষি অনুষদ খোলারও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে। অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এ পর্যন্ত পপুলেশন সায়েন্স চালু করা হয়নি।

প্রফেসর পাওয়া যায়নিঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও প্রফেসরশূন্য (ভিসি ছাড়া)। কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কোন প্রফেসর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়নি। বরং একজন সহকারী প্রফেসর ও দু'জন লেকচারার অন্যত্র চলে গেছেন। লোক প্রশাসন বিভাগেই সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিভাগে বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। দরকার একজন প্রফেসরসহ ৯ জন শিক্ষক। বর্তমানে একজন মাত্র এসোসিয়েট প্রফেসর রয়েছেন। বাংলায় একজন প্রফেসরসহ শিক্ষক ঘাটতি ৪ জন। একই অবস্থা আইন বিভাগেও। উচ্চতর বেতন অফার দিয়েও শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু সৌদী অর্থে এখানে যে দু'জন শিক্ষক নিয়োজিত ছিলেন তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের আত্তীকরণ করা যায়নি।